হেদায়েতের আলো

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

খুলনা মহানগরী

- আল কুরআন # ৫-১৩
- আল হাদীস # ১৪-১৮
- বিষয় ভিত্তিক আয়াত হাদীস # ১৯-২৭
- কোরআন ও হাদীসের ভাষায় রোজা # ২৮ -৩০
- মাসয়ালা-মাসায়েল # ৩১-৩২

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

ভূমিকা

আল্লাহর এই জমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় দীপ্ত কাফেলা, লক্ষ ছাত্র জনতার হৃদয় স্পন্দন, পথহারা দিশেহারা, ছাত্রসমাজকে আলোর পথ দেখানো, সৎ দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির মিশনকে সামনে নিয়ে এক উদীয়মান কাফেলার নাম **"বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির"**। হাটি হাটি পা পা করে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে অত্যান্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে ১৩৬ জন ভাইয়ের শাহাদাতের মধ্যদিয়ে এ সংগঠনটি এদেশের আপামর ছাত্রজনতা ও সাধারণ মানুষের কাছে একটি সুপরিচিত ছাত্রসংগঠনে পরিণত হয়েছে। ছাত্রশিবিরকে অনেকে একটি রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন মনে করেন। কিন্তু আসলেই ছাত্রশিবির অন্যান্য কোন ছাত্র সংগঠনের মতো নয়। বরং ছাত্রশিবির একটি অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠানটি আজ লক্ষ ছাত্রজনতাকে পড়ালেখার পাশা-পাশি নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়তে সক্ষম হয়েছে।

বছর ঘুরে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে পবিত্র মাহে রমজান আমাদের মাঝে সমাগত। তাই মাহে রমজান তথা কোরআন নাজিলের এই মাসে ছাত্র শিবিরের সকল জনশক্তিকে কোরআন হাদীস অধ্যায়নের গুরুত্ব দিয়ে ছাত্রশিবির খুলনা মহানগরী শাখা **"হেদায়েতের আলো"** নামক একটি বুকলেট বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার বিশ্বাস আত্মগঠনের এই মাসে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমাদের নিজেদের জীবনকে আরও সমৃদ্ধশালী করবে।

বুকলেটটি বের করার জন্য যে সকল দায়িত্বশীল ভাই সময়, শ্রম ও মেধা দিয়ে সাহায্য করেছেন আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কেবলমাত্র তার দ্বিনের জন্যই কবুল করুন। আমীন।

মা-আস্ সালাম
মোঃ সাইদুর রহমান
কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
খুলনা মহানগরী

আল কুরআন

সুরা মুমিনুন (১-১১ আয়াত),

اعوذ بالله من الشيطن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (١) اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ (٢) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (٣) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ (٤) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ (٥) اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ (٦) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ (٧) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ (٨) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ (٩) اُولٰئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ (١٠) اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (١١)

(১) নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মু'মিনরা (২) যারাঃ নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত হয় (৩) বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে (৪) যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে (৫) নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে (৬) নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া, এদের কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরস্কৃত হবে না (৭) তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী (৮) নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে (৯) নিজেদের নামায গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে (১০) তারাই এমন ধরনের উত্তরাধিকারী (১১) যারা উত্তরাধিকার হিসেবে ফিরদাউস লাভ করবে এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

সূরা বাকারাহ (১৮৩-১৮৫)

بسم الله الرحمن الرحيم

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٨٣) اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ- وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ- فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١٨٤) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ- يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (١٨٥)

(১৮৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। এ থেকে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে যাবে (১৮৪) এ কতিপয় নির্দিষ্ট দিনে রোযা। যদি তোমাদের কেউ হয়ে থাকে রোগগ্রস্ত অথবা মুসাফির তাহলে সে যেনঅন্য দিনগুলোয় এই সংখ্যা পূর্ণ করে। আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ আছে (এরপরও রাখে না) তারা যেন ফিদিয়া দেয়। একটি রোযার ফিদিয়া একজন মিসকিনকে খাওয়ানো। আর যে ব্যক্তি সেচ্ছায় ও সানন্দে কিছু বেশী সৎকাজ করে, তা তার জন্য ভালো। তবে যদি তোমরা সঠিক বিষয় অনুধাবন করে থাকো তাহলে তোমাদের জন্য রোযা রাখাই ভালো (১৮৫) রমযানের মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য পুরোপুরি হিদায়াত এবং এমন দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা সম্বলিত, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। কাজেই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাসের সাক্ষাত পাবে তার জন্য এই সম্পূর্ণ মাসটিতে রোযা রাখা অপরিহার্য এবং যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য দিনগুলোয় রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে। আল্লাহ্ তোমাদের সাথে নরম নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে চান না। তাই তোমাদেরকে এই পদ্ধতি জানানো হচ্ছে. যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো এবং আল্লাহ্ তোমাদের যে হিদায়াত দান করেছেন সে জন্য যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে ও তার স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

সূরা যুমার (৭১-৭৫)

بسم الله الرحمن الرحيم

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧١) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا - فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٢) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٧٤) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٧٥)

(৭১) (এ ফাসসালার পরে) যারা কুফরী করেছিলো সেসব লোককে দলে দলে জাহান্নাম অভিমুখে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছাবে তখন দোযকের দরজাসমূহ খোলা হবে। এবং তার ব্যবস্থাপক তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের কাছে কি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটির সম্মুখীন হতে হবে? তারা বলবে ঃ "হ্যাঁ" এসেছিল। কিন্তু আযাবের সিদ্ধান্ত কাফেরদের জন্য অবধারিত হয়ে গিয়েছে (৭২) বলা হবে, জাহান্নামের দরজার মধ্যে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে চিরকাল এখানেই থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য এটা অত্যন্ত জঘন্য ঠিকানা (৭৩) আর যারা তাদের রবের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতে অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে পৌঁছাবে তখন সেখানে জান্নাতের দরজাসমূহ পূর্বেই খুলে দেয়া হয়েছে। ব্যবস্থাপকরা তাদের বলবে ঃ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা অত্যন্ত ভাল ছিলে, চিরকালের জন্য এখানে প্রবেশ করো। (৭৪) আর তারা বলবে ঃ সেই মহান আল্লাহর শুকরিয়া যিনি আমাদের সাথে কৃত তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করলেন এবং আমাদেরকে যমীনের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছেন। এখন জান্নাতের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা আমরা স্থান গ্রহণ করতে পারি। সৎকর্মশীলদের জন্য এটা সর্বোত্তম প্রতিদান (৭৫) তুমি আরো দেখতে পাবে যে, ফেরেশতারা আরশের চারদিকে বৃত্ত বানিয়ে তাদের রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে। মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং ঘোষণা দেয়া হবে, সারা বিশ্ব-জাহানের রবের জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

সূরা আত্-তাওবা (৩৮, ৩৯)

بسم الله الرحمن الرحيم

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩)

(৩৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হলো, যখনই তোমাদের আল্লাহর পথে বের হতে বলা হলো, অমনি তোমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে? তোমরা কি আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছো? যদি তাই হয়, তাহলে তোমরা মনে রেখো, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ সরঞ্জাম আখেরাতে খুব সামান্য বলে প্রমাণিত হবে (৩৯) তোমরা যদি না বের হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের জায়গায় আর একটি দলকে ওঠাবেন, আর তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

সূরা হুজরাত ১ম রুকু (১-১০ আয়াত)

بسم الله الرحمن الرحيم

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ
تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ (٢) اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ
عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ
مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ (٣) اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاۤءِ الْحُجُرٰتِ
اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ (٤) وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ
خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٥) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ
فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا
فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ (٦) وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ
كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ
قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ- اُولٰٓئِكَ هُمُ
الرّٰشِدُوْنَ (٧) فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَّاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٨) وَاِنْ
طَاۤئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ
اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ
فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِيْنَ (٩) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-

(১) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন (২) হে মু'মিনগণ! নিজেদের আওয়ায রাসূলের (সঃ) আওয়াযের চেয়ে উঁচু করো না এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব কাজ-কর্ম ধ্বংস হয়ে যায় (৩) যারা আল্লাহর রাসূলের (সঃ) সামনে তাদের কণ্ঠ নিচু রাখে তারাই সেসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার (৪) হে নবী! যারা তোমাকে গৃহের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করতে থাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ (৫) যদি তারা তোমার বেরিয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতো তাহলে তাদের জন্য ভাল হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু (৬) হে ঈমানগ্রহণকারীগণ, যদি অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না

জেনে শুনেই তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে (৭) ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহর রাসূল (সঃ) তোমাদের মাঝে বর্তমান। তিনি (রাসূল) (সঃ) যদি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তোমাদের কথা মেনে নেন তাহলে তোমরা নিজেরাই অনেক সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের কাছে পছন্দনীয় করে দিয়েছেন। আর কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে ঘৃণিত করে দিয়েছেন (৮) আল্লাহর দয়া ও মেহেরবাণীতে এসব লোকই সৎপথের অনুগামী। আল্লাহ জ্ঞানী ও কৌশলী (৯) ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি দল যদি পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তারপরও যদি দু'টি দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তবে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। এরপর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মাঝে ন্যায়, বিচারের সাথে মীমাংসা করিয়া দাও এবং ইনসাফ করো। আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন (১০) মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবাণী করা হবে।

সুরা নূর(২৭-৩০ আয়াত)

بسم الله الرحمن الرحيم

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا۟ فَٱرْجِعُوا۟ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَٰعٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٢٩) قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)

(২৭) হে ঈমানদারগণ! নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না গৃহবাসীদের সম্মতি লাভ করো এবং তাদেরকে সালাম করো। এটিই তোমাদের জন্য ভালো পদ্ধতি, আশা করা যায় তোমরা এদিকে নজর রাখবে (২৮) তারপর যদি সেখানে কাউকে না পাও. তাহলে তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও তাহলে ফিরে যাবে, এটিই তোমাদের জন্য বেশী শালীন ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি এবং যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন (২৯) তবে তোমাদের জন্য কোন ক্ষতি নেই যদি তোমরা এমন গৃহে প্রবেশ করো যেখানে কেউ বাস

করে না। এবং তার মধ্যে তোমাদের কোন কাজের জিনিস আছে তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো ও যা কিছু গোপন করো আল্লাহ সবই জানেন (৩০) হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য বেশী পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন।

সুরা তাওবা (২৩,২৪ আয়াত)

بسم الله الرحمن الرحيم

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (٢٣) قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ٖاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (٢۴)

(২৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের বাপ ও ভাইয়ের যদি ঈমানের ওপর কুফরীকে প্রাধান্য দেয় তাহলে তাদেরকেও নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তারাই জালেম (২৪) হে নবী। বলে দাও, যদি তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়ার ভয়ে তোমরা তটস্থ থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর–এসব যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর আল্লাহ ফাসেকদেরকে কখনো সত্য পথের সন্ধান দেন না।

সুরা ফুরকান (৬১-৬৮ আয়াত)

بسم الله الرحمن الرحيم

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا (٦١) وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا (٦٢) وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا (٦٣) وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ

لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا (٦٤) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا (٦٦) وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا (٦٧) وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا (٦٨)

(৬১) অসীম বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি আকাশে বুরুজ নির্মাণ করেছেন এবং তার মধ্যে একটি প্রদীপ ও একটি আলোকময় চাঁদ উজ্জ্বল করেছেন (৬২) তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে শিক্ষা গ্রহণ করতে অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায় (৬৩) রহমানের (আসল) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চল-ফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়, তোমাদের সালাম (৬৪) তারা নিজেদের রবের সামনে সিজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয় (৬৫) তারা দোয়া করতে থাকে : " হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও, তার আযাব তো সর্বনাশা (৬৬) আশ্রয়স্থল ও আবাস হিসেবে তা বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা (৬৭) তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে (৬৮) তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণীকে হারাম করেছেন কোন সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। এসব যে-ই করে সে তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে।

সুরা লুকমান (১২-১৯ আয়াত)

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ (١٢) وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ (١٤) وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ

فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ
خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْفِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ
إِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ (١٦) يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ
وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ (١٧)
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ (١٨) وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ
إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ (١٩)

(১২) আমি লুকমানকে দান করেছিলাম সূক্ষ্মজ্ঞান। যাতে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজেরই জন্য লাভজনক। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে, সে ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত (১৩) স্মরণ করো যখন লুকমান নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, সে বললো, "হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম (১৪) আর প্রকৃতপক্ষে আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার হক চিনে নিবার জন্য নিজেই তাকিদ করেছি। তার মা দুর্বলতার পর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে এবং দু' বছর লাগে তার দুধ ছাড়তে। (এ জন্য আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতি ও আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে। আমারই দিকে। (১৫) কিন্তু যদি তারা তোমার প্রতি আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করার জন্য চাপ দেয় যাকে তুমি জানো না, তাহলে তুমি তাদের কথা কখনোই মেনে নিয়ো না। দুনিয়ায় তাদের সাথে সদাচার করতে থাকো কিন্তু মেনে চলো সে ব্যক্তির পথ যে আমার দিকে ফিরে এসেছে। তারপর তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে আমারই দিকে। সে সময় তোমরা কেমন করছিলে তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো (১৬) আর লুকমান বলেছিলঃ " হে পুত্র কোন জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা লুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে, আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও, তাহলে আল্লাহ্ তা বের করে নিয়ে আসবেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু জানেন (১৭) হে পুত্র! নামায কায়েম করো , সৎকাজের হুকুম দাও, খারাপ কাজে নিষেধ করো এবং যত কিছু বিপদই আসুক সে জন্য সবর করো। একথাগুলোর জন্য বড়ই তাকিদ করা হয়েছে (১৭) আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না, পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভংগীতে, আল্লাহ পছন্দ করেন না আত্মম্ভরী ও অহংকারীকে (১৯) নিজের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।

সুরা হা-মীম আসসাজদা (২৯-৩৪ আয়াত)

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ (٢٩) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ (٣٠) نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ (٣١) نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ (٣٢) وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ (٣٤)

(২৯) কাফের বলবে, হে আমাদের রব, সেই সব জ্বিন ও মানুষ আমাদের দেখিয়ে দাও যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিলো। আমরা তাদের পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয় (৩০) যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ্ আমাদের রব, অতপর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশী হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে (৩১) আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু এবং আখেরাতেও। সেখানে তোমরা যা চাইবে তাই পাবে। আর যে জিনিসেরই আকাংখা করবে তাই লাভ করবে (৩২) এটা সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারীর আয়োজন যিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান (৩৩) সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে, আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান (৩৪) হে নবী! সৎ কাজ ও অসৎ কাজকে সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভাল। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে।

আল-হাদীস

নিয়্যতের বিশুদ্ধতা ঃ

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِاَمْرِئٍ مَّانَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَا جَرَ اِلَيْهِ-

১। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছে-যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের ওপরেই নির্ভর করে। আর প্রতিটি লোক (পরকালে) তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে।সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যেই হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন স্বার্থ উদ্ধারের কিংবা কোনো রমণীকে পাওয়ার নিয়াতে করে, মূলত তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে যার দিকে সে হিজরত করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের আগে মহাসুযোগ হিসেবে গণ্য করা ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهٗ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قبل هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (مشكوة)

২। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন-পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মহামূল্যবান বলে মনে করবে। (১) বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকালকে। (২) রুগ্ন হয়ে পড়ার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে (৩) দরিদ্র হয়ে যাবার পূর্বে তোমার স্বচ্ছলতাকে (৪) ব্যস্ত হয়ে পড়ার পূর্বে তোমার অবসর সময়কে এবং (৫) মৃত্যু আসার পূর্বে তোমার জীবনকালকে।(মিশকাত)

বনি আদমের জন্য পাঁচটি প্রশ্ন ঃ

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهٖ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَ اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَ اَبْلَاهُ وَمَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَ اَنْفَقَهٗ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ-

৩। ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী করীম (সঃ) এর নিকট হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে, ১. নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? ২. যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে? ৩. ধন-সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে? ৪. কোথায় তা ব্যয় করেছে এবং ৫. এবং সে (দ্বীনের) যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযি)

পাঁচটি কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশ ঃ

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىْ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلَّا اَنْ يَّرْجِعَ- وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىِّ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ

৪। হারিসুল আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন: আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি! আল্লাহ্ আমাকে যে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছে- ১. জামায়াতবদ্ধ হবে, ২. নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে, ৩. তার আদেশ মেনে চলবে, ৪. আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে এবং ৫. আল্লাহ পথে জিহাদ করবে। যে ব্যক্তি ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘাত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেললো, যতক্ষণ না সে সংগঠনে ফিরে আসবে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতির দিকে (লোকদের) আহ্বান জানাবে, সে জাহান্নামের জ্বালানী হবে। যদিও সে রোযা রাখে, নামায় পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে। (আহমদ, তিরমিযী)।

ইনতিকালের পরও তিনটি নেক আমল বিদ্যমান থাকে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ-

৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন মানুষ মারা যায় তখন তার সকল আমল বা কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল বা কাজ বন্ধ হয় না। (ক) সদকায়ে জারিয়া (খ) এমন ইলম (বিদ্যা) যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হতে থাকে, (গ) এমন সুসন্তান যে তার পিতা-মাতার জন্য দু'আ করে (আর তার দু'আ তার পিতা-মাতার কাছে পৌছতে থাকে)। (মুসলিম)

জিহাদের ফজিলাত

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ترمذى)

৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি, দুই প্রকারের চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। প্রথমত ঃ সেই চক্ষু, যা আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে, দ্বিতীয়ত ঃ যা আল্লাহ্‌র পথে পাহারাদারী করতে করতে রাত কাটিয়ে দেয়। (তিরমিযী)

অসৎ কাজে নিষেধ

عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ض) قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ ذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانُ (مسلم)

৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেহ যদি কোন অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে ঠেকায়। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে, তাহলে যেন মৌখিক নিষেধ করে। যদি সে মৌখিক বারণ করতেও অপারগ হয়, তাহলে যেন অন্তরে উক্ত কাজকে ঘৃণা করে। আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করাটা হল ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ। (মুসলিম)

কতিপয় জিনিসের উপর আনুগত্যের শপথ নেয়া ঃ

عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ عُبَادَةَبْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِىْ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمُنْشِطِ وَالْمُنْكَرِ وَعَلٰى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لَا تُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهٗ اِلَّا اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ بُرْهَانٌ وَعَلٰى اَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ اِنَّمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِىْ اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ-

৮। আবু অলিদ ওবাদা ইবনে ছামেত (রা) বলেন, আমরা নিম্নোক্ত কাজগুলোর জন্য রাসূল(সঃ)-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলাম ১. নেতার আদেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে-তা দুঃসময়ে হোক আর সুসময়ে হোক। খুশির মুহূর্তে হোক আর অখুশির মুহূর্তে হোক। ২. নিজের তুলনায় অপরের সুযোগ সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ৩. নির্দেশ দাতার সাথে বিতর্কে জড়াবে না। তবে হ্যাঁ যদি নেতার আদেশ প্রকাশ্য কুফরীর শামিল হয় এবং সে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যথেষ্ট দলিল প্রমাণ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

৪. যেখানে যে অবস্থাতেই থাকো না কেন হক কথা বলতে হবে, আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাবাদের ভয় করা চলবে না। (বুখারী ও মসলিম)

দায়িত্বের ব্যপারে জবাব দিহীতা ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلَاكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهٖ فَالْاِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهٖ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهٖ وَالْاِ امْرَاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلَاكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهٖ-

৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি: সাবধান। তোমরা প্রত্যেকই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকেই নিজেদের অধীনস্থদের সম্পর্কে (আখেরাতে) জিজ্ঞাসিত হতে হবে। দেশের শাসক একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দেশের নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞসাবাদ করা হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে তার পরিবারের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন গৃহিণী তার স্বামীর সংসারে সন্তানাদি দেখাশুনার জন্যে দায়িত্বশীলা, তাকে তার ঐ দায়িত্বের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। (অনুরূপভাবে) চাকর ও দাস-দাসী তার মুনিব ও প্রভুর সম্পদের রক্ষক ও দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার নিজেদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

সাত শ্রেণীর লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নীচে স্থান পাবে ঃ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ- اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَافِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَا هَا حَتّٰى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ-

১০। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন: সাত শ্রেণীর লোকদের আল্লাহ সেই (হাশরের) কঠিন দিনে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়ায় থাকবে না। তারা হচ্ছে: ১. ন্যায়বিচারক নেতা। ২. ঐ যুবক যে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত তথা তার দাসত্ব ও আনুগত্যের মাঝে বড়

হয়েছে। ৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে জড়ানো থাকে। ৪. ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্যে পরস্পরকে ভালোবাসে; আল্লাহর জন্যই তারা মিলিত হয় এবং আল্লাহর জন্যেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ৫. ঐ লোক যাকে অভিজাত বংশীয় কোনোসুন্দরী রমণী (কুকর্মের) জন্যে আহ্বান করে। জওয়াবে যে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬. ঐ লোক যে গোপনে দান করে, এমনকি তার ডান হাতে কি দান করে বাম হাত তা টেরও পায় না এবং ৭. ঐ লোক যে একাকী গোপনে আল্লাহকে স্মরণ করে দু'চোখের অশ্রুঝরায়। (বুখারী)

যাকে গীবত বলা হয় ঃ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِى مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ-

১১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী করিম(সঃ) বললেন, তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? সাহবীরা জাওয়াব দিলেন আল্লাহ এবং তার রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন। রাসূল (সঃ) বললেন গীবত হলো তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের বর্ণনা (তার অসাক্ষাতে) এমনভাবে করবে যে সে তা শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর রাসূল (সঃ)-কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি যা কিছু বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রেও কি তা গবীত হবে? রাসূল (সঃ) জওয়াব দিলেন তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে বুহতান। (মুসলিম ৭ম খন্ড অ: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার পৃ: ১১৫).

তাকওয়া ঃ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ -

১২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগও করবে না এবং তাকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না। তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেন, তাকাওয়া এখানে, তাকাওয়া এখানে, তাকাওয়া এখানে। কোনো লোকের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতকটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রতিটি মুসলমানের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সকল মুসলমানের সম্মানের বস্তু (এর ওপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্যে হারাম)। (সহীহ মুসলিম)

বিষয় ভিত্তিক আয়াত হাদীস

লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঃ

আয়াত

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

বল, আমার নামায আমার যাবতীয় ইবাদত, আমার জীবন ও মৃত্যু সব কিছুই সারা জাহানের রব, আল্লাহরই জন্য (সুরা আনয়ামঃ ১৬২)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ-

আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। (সূরা যারিয়াহ: ৫৬)

হাদীস

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ-

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই হয়ে থাকে, সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার। (বুখারী)।

দাওয়াত ঃ

আয়াত

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে ? যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং ঘোষণা করে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত। (সুরা হামীম-আস-সাজদা-৩৩)

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ-

ডাকো তোমার প্রভুর দিকে হিকমত ও উত্তম কথার মাধ্যমে এবং তর্ক করো (যুক্তিসহ) সর্বোত্তম পন্থায়।(সূরা নহল: ১২৫)

হাদীস

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا -

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমরা (দ্বীনের দাওয়াত) সহজ কর, কঠিন কর না, সুসংবাদ দাও, বিতশ্রুদ্ধ করো না। (বুখারী)

সংগঠন ঃ

আয়াত

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানব জাতিকে কল্যা-ণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে অসৎ কাজে বাঁধা দেবে, তারই হল সফলকাম। (আলে-ইমরান-১০৪)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ-

এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল। (আল-ইমরান-১১০)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ- (احمد، ابوداؤد)

হযরত আবুযর গিফারী (রঃ) হতে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করে এক বিঘাত পরিমাণ দুরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রজ্জু হতে তার গর্দানকে আলাদা করে নিল।

প্রশিক্ষণ ঃ

আয়াত

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ -

আমি লোকমান কে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলাম এ উপদেশ দিয়ে যে, আল্লাহর শোকর আদায়কারী হও। (লোকমান-১২)

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ-

আল্লাহ তাকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করবেন, তাওরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন।(আল-ইমরান-৪৮)

হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন,একজন সমঝদার আলেম শয়তানের নিকট এক হাজার আবেদের চেয়ে অধিক ভয়াবহ। (তিরমিযী ৫ম খন্ড, অ: ইলম পৃ: নং-১২৯)

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্র সমস্যা ঃ

আয়াত

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ- اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ-

পড় (হে নবী)! তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের এক পিণ্ড হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানতো না। (সুরা আলাক ১-৫)

اَلرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

পরম করুণাময় আল্লাহ এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আর-রাহমান: ১-৪)

হাদীস

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ -

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপরই ইলম অর্জন করা ফরয। (ইবনে মাযাহ)

ইসলামী সমাজ বিনির্মান

আয়াত

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ-

আল্লাহ্ তো ভালোবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর। (সূরা আছ ছফ : ৪)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ-

হে ঈমানদার লোকেরা! কাফেরদের সাথে লড়াই করো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণনা পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহরই জন্যে হয়ে যায়।

হাদীস

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (بخارى - مسلم)

হযরত আবু যার গিফারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! কোন আমলটি (আল্লাহর নিকট) সবচেয়ে উত্তম ? হুযুর (সঃ) বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তার পথে জিহাদ করা।

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম ঃ

আয়াত

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا- وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا- وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

তোমরা যদি যুদ্ধ যাত্রা না কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন জাতি সৃষ্টি করে দেবেন আর তোমরা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তির আধার। (তাওবা-৩৯)

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-

তোমরা যদি নবীর সাহায্য না কর তাহলে সেই জন্য কোনই পরোয়া নেই, আল্লাহ্ সেই সময়ও তাঁর সাহায্য করেছেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল। (তাওবা-৪০)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ- (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হল না, কিংবা জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করল না, আর এই অবস্থায়-ই সে মারা গেল, সে যেন মুনাফেকের মৃত্যুবরণ করল।

বাইয়াত ঃ

আয়াত

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

হে রাসূল! যেসব লোক আপনার নিকট বাইয়াত নিয়েছিল, তারা আসলে আল্লাহর নিকটই বাইয়াত নিয়েছিল। তাদের হাতের উপর আল্লাহর কুদরতের হাত ছিল। (ফাতাহ-১০)

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ-

হে রাসূল! আল্লাহর পাক মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নীচে আপনার নিকট বাইয়াত হচ্ছিল। (সূরা আল ফাতাহ-১৮)

হাদীস

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম-)

ত্যাগ কুরবাণী ঃ

আয়াত

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ-

মানুষেরা কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের কোন পরীক্ষা করা হবে না ? (আনকাবুত ২)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ-

(৫) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবো। যেন আমি তোমাদের অবস্থার যাচাই করতে পারি এবং তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও নিজ স্থানে অবিচল কে তা জানতে পারি। (মুহাম্মাদ-৩১)

হাদীস

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ (ترمذى)

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন দ্বীনদারের জন্যে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (তিরমিযী)

মুমিনের গুণাবলি ঃ

আয়াত

اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

মুমিন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা আল্লাহরদিকে প্রত্যবর্তনকারী, আল্লাহর গোলামীর জীবন যাপনকারী, তাঁর প্রশংসা উচ্চারণকারী, তার জন্য সামনে পরিভ্রমণকারী, তার সম্মুখে রুকু ও সিজদায় অবনত, ন্যায়ের নির্দেশ দানকারী, অন্যায়ের বাধা দানকারী। (তওবা-১১২)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ-

অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং তুমি যদি কর্কষ ভাষী, কঠোর হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার সঙ্গ ত্যাগ করতো, অতএব তুমি তাদের ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। (আল-ইমরান-১৫৯)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا-

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মুমিনদের মধ্যে সে ব্যক্তিই ঈমানের পূর্ণতা লাভ করেছে যে, নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে তাদের মধ্যে সবোর্ত্তম। (মিশকাত)

আনুগত্য ঃ

আয়াত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ-

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের (সঃ) আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর (নেতা) তাদের আনুগত্য করো। (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-

এবং আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে নাও, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। (আল-ইমরান-১৩২)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى-

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো, আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধীতা করলো সে যেন আমাকে অস্বীকার করলো। (বুখারী)

তাকওয়া ঃ

আয়াত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ-

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (আলে-ইমরান-১০২)

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ-

যেসব কাজে পূণ্য ও ভয়মূলক (তাকওয়ামূলক) তোমরা তাতে একে-অপরকে সাহায্য করো, আর যা গুনাহ ও সীমালঙ্গনের কাজ তাতে কারো এক বিন্দু সাহায্য ও সহযোগীতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো, কেননা তার দণ্ড অত্যন্ত কঠিন। (আল মায়িদা- ২)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَاعَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا-

আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হে আয়েশা! ক্ষুদ্র নগণ্য গুনাহ থেকে দূরে থাকবে। কেননা আল্লাহর দরবারে (কিয়ামতের দিন) সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় ঃ

আয়াত

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ - وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ-

যারা স্বচ্ছল অবস্থায় ও অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে এসব নেককার লোককেই আল্লাহ ভালোবাসেন। (আলে-ইমরান- ১৩৪)

لَنْ تَنَالُو الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ-

তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যায় করবে। (আলে-ইমরান-৯২)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ (بخارى مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন আল্লাহ বলেন হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক আমিও তোমাকে দান করব।

ব্যক্তিগত রিপোর্ট ঃ

আয়াত

اِقْرَا كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا-

আপন কর্মের রেকর্ড পড়। আজ তোমার হিসাব করার জন্য তুমিই যথেষ্ট। (বানী ইসরাঈল-১৪)

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ-

দুইজন লেখক তাদের ডানে বামে বসে সবকিছু রেকর্ড করে চলছে। তাদের মুখ থেকে এমন কথাই বের হয় না যা রেকর্ড করার জন্যে একজন সজাগ সচেতন প্রহরী উপস্থিত না থাকবে।(সুরা ক্বাফ-১৭,১৮)

হাদীস

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهُ وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ (ترمذى)

আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে জন্য কাজ করে। সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করে সেই অক্ষম।

পর্দা ঃ

আয়াত

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ-

হে নবী! মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখকে নিম্নগামি করে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। (সুরা নূর- ৩০)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا -ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের গৃহ ব্যতীত অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ করোনা। যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট থেকে অনুমতি না পাবে এবং যখন ঢুকবে তখন ঘরের অধিবাসীদেকে সালাম বলবে। এই নিয়ম তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আশা করা যায় তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে। (সূরা নূর-২৭)

হাদীস

عَنِ النَّبِيِّ (ص) اَنَّهٗ قَالَ مَنْ نَظَرَ اِلٰى مُحَاسِنِ امْرَاَةٍ اَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صَبَّ فِىْ عَيْنَيْهِ الْاٰنُكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-

নবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিনে তার চোখে উত্তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে। (ফতহুল ক্বাদীর)

কুরআন ও হাদীসের ভাষায় রোযা

রোজা ইসলামের ৫টি মৌলিক ভিত্তির ১টি অন্যতম ভিত্তি। রোজা ফারসি শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ অর্থাৎ কুরআনের ভাষা 'আসসাওম', অর্থ হচ্ছে আত্মসংযম, কঠোর সাধনা, অবিরাম চেষ্টা ও বিরত থাকা ইত্যাদি। এর প্রতিশব্দ 'আল ইমসাক'। ইংরেজি পরিভাষা হচ্ছে Fasting. আর ব্যাপক অর্থে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সাওমের নিয়্যতে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার ও যৌন মিলন থেকে বিরত থাকার নাম সাওম বা রোজা। মাহে রমজান আরবি চন্দ্র বছরের নবম মাস। রমজান শব্দটি আরবি 'রমজ' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ দহন করা, জ্বালিয়ে দেয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের সঞ্চিত পাপ পঙ্কিলতা জ্বালিয়ে দেয়া, নিঃশেষ করে দেয়াই এর উদ্দেশ্যে। রোজা ফরজ হয় রাসূল (সাঃ) নবুওয়াতের ১৫তম বর্ষের ২য় হিজরীতে। সুরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ঈমানদারদেরকে ডেকে বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে। যেমনিভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"

রোযার তাৎপর্য ও ফযীলাত ঃ

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বাণী ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ-

(১). রমজান মাস, ইহাতেই কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে, তা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন-যাপনের বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলিতে পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কার রূপে তুলে ধরে।

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ- ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ-

(২). আর রাত্রি বেলা খানা-পিনা কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের সম্মুখে রাত্রির বুক হতে প্রভাতের শেষ আভা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তখন এসব কাজ পরিত্যাগ করে রাত্রি পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ করে লও। (বাকারা-১৮৭)

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ- وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ-

(৩) আজ হতে যে ব্যক্তিই এ মাসের সম্মুখীন হবে তার পক্ষে পূর্ণ মাসের রোযা রাখা একান্ত কর্তব্য। আর যদি কেহ অসুস্থ হয় কিংবা ভ্রমণ কার্যে ব্যস্ত থাকে তবে সে যেন অন্যান্য দিনে এ রোযা পূর্ণ করে লয়।(বাকারা-১৮৫)

নবী করীম (সঃ)-এর বাণী ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَاكُمْ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ (نسائي)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের নিকট রমযান মাস সমুপস্থিত। উহা এক অত্যন্ত বরকতময় মাস। আল্লাহতায়ালা এ মাসে তোমাদের প্রতি রোযা ফরজ করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ উম্মুক্ত হয়ে যায়, এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এ মাসে বড় বড় ও সেরা শয়তানগুলো আটক করে রাখা হয়। তোমাদের জন্য এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়েও অনেক উত্তম। যে লোক এই রাত্রির মহা কল্যাণ লাভ হতে বঞ্চিত থাকল, সে সত্যই বঞ্চিত ব্যক্তি।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ (بخارى - مسلم)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ঘোষণা করেছেন, যে লোক রমযান মাসের রোযা রাখবে ঈমান ও চেতনা সহকারে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ اِمْرِؤٌ صَائِمٌ (بخارى - مسلم)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ কোন দিন রোযা রাখলে তার মুখ থেকে যেন খারাপ কথা বের না হয়। কেউ যদি তাকে গালমন্দ করে বা বিবাদে প্ররোচিত করতে চায় সে যেন বলে আমি রোযাদার।

বরকতময় রাত : লাইলাতুল কদর

লাইলাতুল কদর-এর পরিচয়ঃ

লাইলাতুন শব্দটি আরবি। এর অর্থ হচ্ছে রাত। আর কদর শব্দটি ব্যবহৃত হয় মহাসম্মান, নির্ধারিত ভাগ্য ও ভাগ্যোন্নয়ন। অর্থাৎ এটি মহিমান্বিত রাত। ভাগ্যোন্নয়নের রাত। إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"আমি এটি নাজিল করেছি এক সম্মানিত রাতে।" (সূরা কদর :১)

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ

"নিশ্চয় আমি ইহা নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে।" (সূরা দুখান :৩)

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ- تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ- سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ-

"কদরের রাতটি হাজার মাস থেকে উত্তম। এ রাতে ফেরেশতাগণ এবং জিবরাঈল (আঃ) তাদের প্রতিপালকের অণুমতিক্রমে প্রত্যেকটি হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হন। (সন্ধ্যা হতে) সুবহে সাদেক পর্যন্ত শান্তি বর্ষিত হতে থাকে।" সূরা কদর: ৩-৫।

"হযরত আনাস (রা) বলেন, রমজান মাস এলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করতেন, তোমাদের নিকট রমজান মাস উপস্থিত হয়েছে এর মধ্যে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাস হতে উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যান থেকে বঞ্চিত রইল সে সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রইল। সে রাতের কল্যাণ থেকে ভাগ্যহীন লোকেরাই বঞ্চিত থাকে।" (ইবনে মাজা)

মাহে রমজানের মর্যাদার কারণ ঃ

সময় ও কালের বিবেচনায় সব দিন-ক্ষন সমান। কিন্তু গুরুত্ব বিশেষত্ব বিবেচনায় কোন কোন দিনক্ষণ স্মরণীয় ও বর্ণাঢ্য হয়ে থাকে। যেমন বদর দিবস, লায়লাতুল কদর, স্বাধীনতা দিবস, কুরআন দিবস ও শহীদ দিবস ইত্যাদি। কোন বিশেষ সময়ে এ কারণে এ দিবসগুলোর কর্মকাণ্ড দেশ-জাতির হৃদয়ে গভীরভাবে স্থান করে নিয়েছে। ফলে বছর ঘুরে দিবসগুলো নতুন করে আনন্দ-বেদনা কর্মপ্রেরণা ও সাহস যোগায়। ধনী-গরিব, বড়-ছোট. অট্টালিকা- বস্তি ও শহর-গ্রাম সকলের মাঝে নতুন করে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অণুপ্রেরণা নিয়ে আসে মাহে রমজান। প্রকৃতপক্ষে এ রমজানের মর্যাদা বা শক্তির উৎস কি? সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ —

অর্থাৎ ঃ রমজান মাস। এ মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মানবজাতির জন্য পথ নির্দেশিকা। সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

উক্ত আয়াতে ৩টি বিষয় নির্দেশিকা হয়েছে।

১। আল-কুরআন নাজিল হয়েছে-রমজান মাসে।

২। মানবজাতির পথ নির্দেশিকা হচ্ছে- আল-কুরআন।

৩। সুস্পষ্ট পথ নির্দেশিকা ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী।

মাসয়ালা-মাসেয়েল ঃ

তাইয়াম্মুমের ফরয ঃ তাইয়াম্মুমের তিন ফরয ঃ

১. নিয়ত করা,

২. সমস্ত মুখ মন্ডল একবার মাসেহ করা

৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসেহ করা।

গোসলের ফরয: গোসলের তিন ফরয:

১. কুলি করা,

২. নাকে পানি দেওয়া

৩. সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করা।

অযুর ফরয: অযুতে চার ফরয:

১. সমস্ত মুখ একবার ধৌত করা,

২. দুই হাতের কনুইসহ একবার ধোয়া,

৩. মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা

৪. দুই পায়ের টাখনুসহ একবার ধোয়া।

অযু ভঙ্গের কারণ : অযু ভঙ্গের কারণ সাতটি:

১. পায়খানা বা প্রাসাবের রাস্তা দিয়া কোন কিছু বের হওয়া,

২. মুখ ভরে বমি হওয়া,

৩. শরীরের কোনো জায়গা হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া,

৪. থুথুর সাথে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া,

৫. চিৎ বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুমানো,

৬. পাগল, মাতাল বা অচেতন হলে

৭. নামাযে উচ্চঃস্বরে হাসলে।

তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰةُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ
وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ،
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

আমাদের সব সালাম-শ্রদ্ধা, আমাদের সব নামায এবং সকল প্রকার পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে। হে নবী। আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হউক। আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেহ প্রভু ও মা'বুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তা'য়ালার বান্দাহ এবং রাসূল।

দোয়ায়ে কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ-

হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই। তোমার নিকট গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। তোমার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি। আমরা কেবলমাত্র তোমার উপরেই ভরসা করি। সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের সাথে তোমার প্রশংসা করি। আমরা তোমার শোকর আদায় করি, তোমার দানকে অস্বীকার করিনা। আমরা তোমার নিকট ওয়াদা করছি যে, তোমার অবাধ্য লোকদেরসাথে আমরা কোন সম্পর্ক রাখবনা-তাদেরকে পরিত্যাগ করব। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই দাসত্ব স্বীকার করি। কেবল মাত্র তোমার জন্যই নামায পড়ি, কেবল তোমাকেই সিজদা করি এবং আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা-সাধনা ও কষ্ট স্বীকার কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই। কষ্ট আমরা কেবল তোমারই রহমত লাভের আশায় করি, তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাবে কেবল কাফেরগণই নিক্ষিপ্ত হবে।

আয়াতুল কুরসী

بسم الله الرحمن الرحيم

اَللّٰهُ لَآاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ-لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلاَيَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ-

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রায়তো নয়ই। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? দৃষ্টির সামনে এবং পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা আল-বাক্বারাহ ঃ ২৫৫)

আল্লাহ হাফেজ